গবেষণা সিরিজ-০৫

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

# ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ

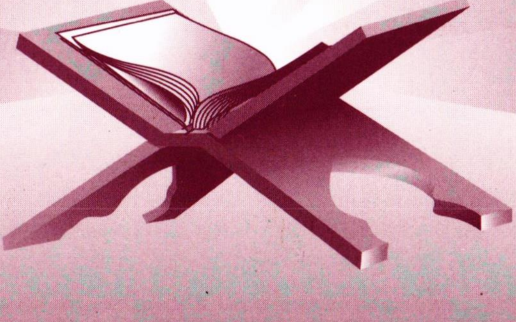


প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

# ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ


প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ


www.pathagar.com

## প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮, মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site: revivedislam.com

## প্রকাশকাল

১ম মুদ্রণ : মার্চ ০০
২য় সংস্করণ : ফেব্রু ০২
৩য় সংস্করণ : জুলাই ০৫
৪র্থ সংস্করণ : মার্চ ০৮
৫ম সংস্করণ : নভেম্বর ০৮

## কম্পিউটার কম্পোজ

আম্মার্‌স কম্পিউটার
যোগাযোগ: ০১৯১৭০১৭৮৯২

## মুদ্রণ ও বাঁধাই

দেশ প্রিন্টার্স
১০ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১২২৮৬৫
০১৭১২-১২৬০৫৮

মূল্য ২৬.০০ টাকা


## সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং


১. ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম ৩
২. পুস্তিকার তথ্যের উৎস ৭
৩. সিদ্ধান্তে পৌছতে যে ফর্মুলা অনুযায়ী উৎসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে ১৪
৪. মূল বিষয় ১৬
৫. আল-কুরআন অনুযায়ী ইবাদাত শব্দটির গুরুত্ব ১৬
৬. বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের 'ইবাদাত' শব্দ সম্বন্ধে ধারণা ১৭
৭. সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতের প্রচলিত ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যা ১৭
৮. 'ইবাদাত' শব্দের উৎপত্তি ও আভিধানিক অর্থ ১৮
৯. বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী একটি কাজ কোন সত্তার দাসত্ব হিসেবে কবুল হওয়ার জন্যে অবশ্য পূরণীয় শর্তসমূহ ১৮
১০. আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রাখা একটি কাজ কবুল হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ ২৩
১১. কোন কাজ আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে কবুল হওয়ার জন্যে অবশ্য পূরণীয় সার-সংক্ষেপ ৪৫
১২. কাজ বা আমলের ধরনের ভিত্তিতে ইবাদাত কবুলের শর্তের সংখ্যার পার্থক্য ৪৬
১৩. ইবাদাত শব্দের সঠিক তাৎপর্য অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী আল-কুরআনের পূর্বোল্লিখিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা ৪৬
১৪. কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর ইবাদাত বলে কবুল হওয়ার জন্যে ইবাদাতের শর্তসমূহের প্রয়োগ ৪৭
১৫. শেষ কথা ৫০


www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ্ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।



www.pathagar.com

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً لا أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (২, বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।


www.pathagar.com

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ .

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার সময় সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. কুরআনের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের সা. মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে সা. বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না।


www.pathagar.com

তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ১৬.০৮.১৯৯৯ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল আ. বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন—এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান


www.pathagar.com

# পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

**ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-**

## ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ সা. এর পর আর কোন নবী-রাসূল আ. দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল সা. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের সা. মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা



www.pathagar.com

করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।
আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল সা. এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল সা. কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল সা. আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। আর এ


www.pathagar.com

পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

### গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা ৯১, আশ-শামছের ৭-১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا.

অর্থঃ শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যাঃ এখানে প্রথমে আল্লাহ্ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকে বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে।

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল সা. এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلَامُ لِـوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ. وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاثًا. اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থঃ রাসূল সা. ওয়াবেছা রা. কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললোঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর



www.pathagar.com

বললেন, যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল সা. স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقلُوْنَ ، لاَ يَعْقلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে-

১. সূরা ৮, আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُونَ.

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ১০, ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :



www.pathagar.com

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থঃ যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অকল্যাণ চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

৩. সূরা ৬৭, মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

অর্থঃ জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করলে তারা ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারত এবং সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল সা. তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা রা. বলেন, নবী করিম সা. ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদেরকে



www.pathagar.com

আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম) হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌছে দেয়'।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে-

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,
খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,
গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয় এবং
ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে-

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,
খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না এবং
গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ


www.pathagar.com

করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি।

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের সা. মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বুরাক নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল সা. কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal) এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।


www.pathagar.com

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

## কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যের সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজেই বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ্ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ্ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ্ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল ধরা হলেও মনে রাখতে হবে ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়ে তা হতে পারে।

## সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ্ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল সা. ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলার চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল।



www.pathagar.com

# ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

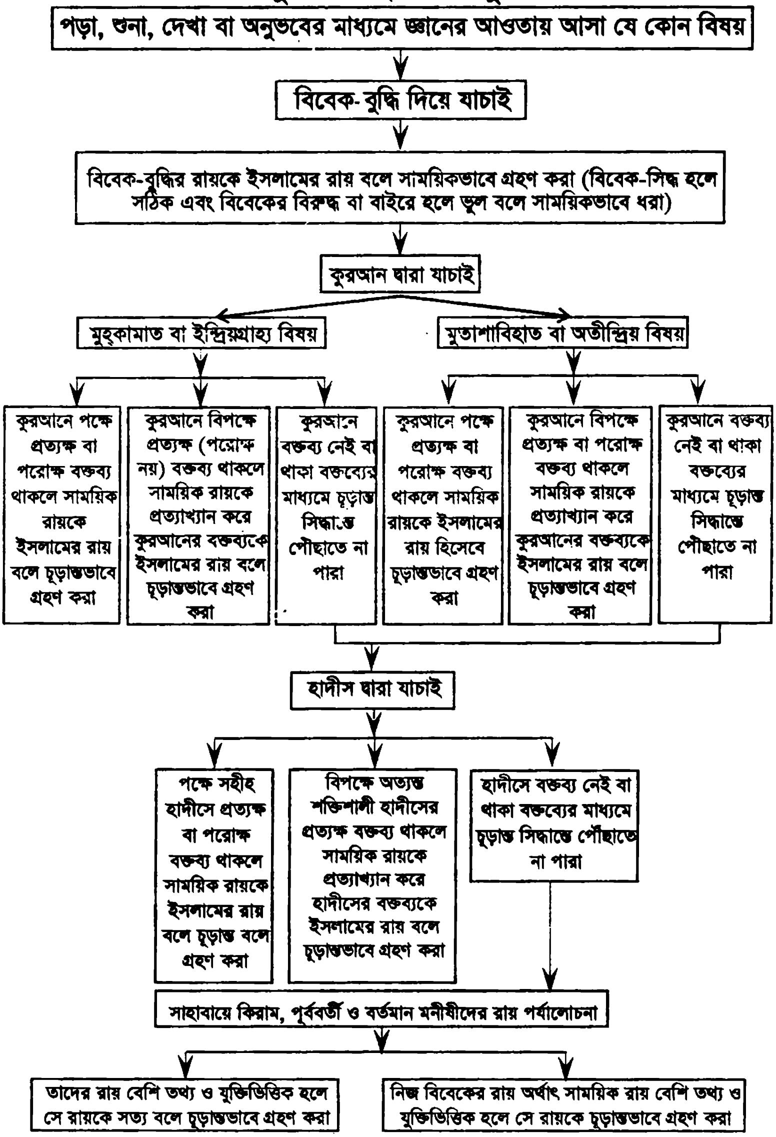




www.pathagar.com

# মূল বিষয়
## ইবাদাত শব্দের গুরুত্ব

'ইবাদাত' শব্দটি সকল মুসলমানই জানে। শব্দটি ইসলামী জীবন বিধানের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলমান জাতির অধিকাংশেরই এই শব্দটি সম্বন্ধে ধারণা হয় সম্পূর্ণ ভুল আর না হয় অনেকাংশে ভুল। তাই কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও গুরুত্ব কী, তা জানানোর জন্যেই এ প্রচেষ্টা।

### আল্-কুরআন অনুযায়ী ইবাদাত শব্দটির গুরুত্ব

ইসলামী জীবন বিধানে ইবাদাত শব্দটির গুরুত্ব কী অপরিসীম, তা বুঝা যায় আল্-কুরআনের নিম্নের দুটো বক্তব্য থেকে—

১. সূরা যারিয়াতের ৫৬ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন –

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْن.

অর্থঃ আমি জীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র (আমার) 'ইবাদাত' করার জন্যে।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ এখানে অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট আরবী ভাষায় বলেছেন, জীন ও মানুষ জাতিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন অন্য সবার 'ইবাদাত' পরিত্যাগ করে শুধু তাঁরই 'ইবাদাত' করার জন্যে। তাহলে আল্লাহ্ এই আয়াতে জীন ও মানুষ সৃষ্টির তাঁর উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে, শুধু তাঁরই 'ইবাদাত' করা। তাই 'ইবাদাত' শব্দটির সঠিক অর্থ না জানতে পারলে মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর প্রকৃত উদ্দেশ্যটি কী তাও সঠিকভাবে জানা যাবে না। আর এটিতো একটি চির সত্য (Eternal Truth) কথা যে, কোন কিছু ব্যবহার করে কল্যাণ পেতে হলে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যটিকে সব সময় সামনে রাখতে হবে। তাই এ কথা নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ্) মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ যদি সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা না করে তবে তারা দুনিয়া বা পরকাল কোথাও কল্যাণ বা শান্তি পাবে না।

২. সূরা নাহালের ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.



www.pathagar.com

**অর্থ:** আমি প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। তারা সকলেই বলেছেন, আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতকে পরিত্যাগ কর।

**ব্যাখ্যা:** এ আয়াতটিরও বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহ এখানে বলেছেন, সৃষ্টির শুরু থেকে তিনি সকল জনগোষ্ঠীর নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ শুধু আরব দেশেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও তিনি রাসূল পাঠিয়েছেন। এরপর তিনি বলেছেন, সকল কালের ও সকল স্থানের রাসূলগণ যে কথাটি ব্যতিক্রমহীনভাবে বলেছেন, তা হচ্ছে আল্লাহর 'ইবাদাত' কর এবং তাগুতের (আল্লাহদ্রোহী শক্তির) 'ইবাদাত' পরিত্যাগ কর।

আল্-কুরআনের উপরের দুটো এবং একই রকম অর্থবোধক আরো অনেক বক্তব্য থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় 'ইবাদাত' শব্দটি ইসলামী জীবন বিধানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ।

## বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের 'ইবাদাত' শব্দ সম্বন্ধে ধারণা

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানই 'ইবাদাত' শব্দটি সম্বন্ধে নিম্নের দুটো ধারণার যে কোন একটি পোষণ করেন–

১. নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজগুলোই কেবলমাত্র ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

২. ইসলামের করণীয় যেকোন কাজ বা আমলের শুধু অনুষ্ঠানটি, প্রচলিত আরকান-আহকাম মেনে করতে পারলে তা 'ইবাদাত' বলে গণ্য হবে।

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্য অনুযায়ী (তথ্যগুলো পরে আসছে) স্পষ্ট বুঝা যায় 'ইবাদাত' শব্দ সম্বন্ধে বর্তমান বিশ্বের মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু থাকা উপরের ধারণা দুটি সঠিক নয়।

## 'ইবাদাত' শব্দের ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতের প্রচলিত ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যা

'ইবাদাত' শব্দের উপরোক্ত ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতের যে ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যা মুসলমানদের মধ্যে চালু আছে তা হচ্ছে–

১. আমি জীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজগুলো করার জন্যে।

২. ইসলামের করণীয় সকল কাজই আমার জীন ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য।



www.pathagar.com

মুসলমানদের মধ্যে যারা কুরআন-হাদীস কিছু জানেন তাদের অধিকাংশই সূরা যারিয়াতের এই আয়াতটির উপরের বর্ণিত দুটো অর্থের যে কোন একটি জানেন ও মানেন। আর যারা কুরআন-হাদীস তেমন জানেন না তারা কুরআন-হাদীস জানা ব্যক্তিদের নিকট থেকে আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উপরের দুটো উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো একটি শুনেছেন এবং মেনে নিয়েছেন।

যারা আয়াতটির ১ নাম্বার ধারায় বর্ণিত ভুল ব্যাখ্যাটি মেনে নিয়েছেন, তারা মনে করেন– নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ করলেই আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হয়ে গেল। তাই ঐ কাজগুলোর বাইরে জীবনের আর যত কাজ আছে, তা যে কোনভাবে করলেই হল এবং তাতে আল্লাহর কিছুই বলার নেই বা তাতে দুনিয়া ও পরকালে কোনই অসুবিধা হবে না। বাস্তবে তারা করছেনও তাই।

আর যারা আয়াতটির ২ নাম্বার ধারার ব্যাখ্যাটি মেনে নিয়েছেন, তারা আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যটি কী বা কোন কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য, তা বুঝতে পারছেন না। তাই নিজেরা সে অনুযায়ী আমল করতে পারছেন না এবং অন্যকেও তা সঠিকভাবে বুঝাতে বা আমল করার জন্যে বলতে পারছেন না।

## 'ইবাদাত' শব্দের উৎপত্তি ও আভিধানিক অর্থ

'ইবাদাত' (عِبَادَة) শব্দের উৎপত্তি আরবী عَبْدٌ শব্দ থেকে। এটি একটি অতি সহজ আরবী শব্দ। এর অর্থ 'দাস'। যেমন : عَبْدُ الله-এর অর্থ আল্লাহর দাস। সুতরাং 'ইবাদাত' শব্দের অর্থ হচ্ছে দাসত্ব। আর 'ইবাদাত করা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হবে দাসত্ব করা। এই দাসত্ব যে কোন সত্তার হতে পারে। অর্থাৎ তা যেমন হতে পারে আল্লাহর, তেমনই তা হতে পারে শয়তানের, নফসের, তাগুতের, সরকারের বা অন্য মানুষেরও।

## বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী একটি কাজ কোন সত্তার দাসত্ব হিসাবে গ্রহণযোগ্য বা কবুল হওয়ার জন্যে অবশ্য পূরণীয় শর্তসমূহ

সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির চিরসত্য (Etenal Truth) রায় অনুযায়ী একটি কাজ কোন সত্তার দাসত্ব হিসাবে গণ্য হতে হলে ঐ কাজ করার সময় নিম্নের শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে। অন্য কথায় নিম্নের একটি শর্তও বাদ গেলে একটি কাজ কোন সত্তার দাসত্ব হিসাবে কবুল হবে না।



www.pathagar.com

### ১. সত্তার সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখা

কোন কাজ কোন সত্তার দাসত্ব হিসাবে গণ্য হতে হলে কাজটি করার সময় ঐ সত্তার সন্তুষ্টিকে অবশ্যই সর্বক্ষণ সামনে রাখতে হবে। ঐ সত্তা অসন্তুষ্ট হয় এমন কোনভাবে কাজটি করলে তা অবশ্যই ঐ সত্তার দাসত্ব হিসেবে গণ্য হবে না।

### ২. সত্তার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং তা সাধনের দিকে সব সময় খেয়াল রাখা

প্রতিটি কাজ সকল সত্তা তৈরি করেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। তাই প্রতিটি কাজ আরম্ভ করার আগে সত্তার কাঙ্ক্ষিত সে উদ্দেশ্যটি জানতে হবে এবং ঐ কাজ করার সময় সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে, সে উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা। যদি তা না হয়, তবে ঐ কাজ ঐ সত্তার দাসত্ব হিসাবে গণ্য হবে না।

### ৩. সত্তার জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য মনে না করে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মনে করে পালন করা

উদ্দেশ্যটি বাদে একটি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আর যত বিষয় সম্পৃক্ত থাকে তা হয় ঐ কর্মকাণ্ডের পাথেয়। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজ বা বিষয়। পাথেয়মূলক কাজগুলোকে এমনভাবে পালন করতে হবে যে, তা যেন মূল কাজটির উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রাখে। কেউ যদি এক বা একাধিক মৌলিক পাথেয়মূলক কাজ পালন না করে বা এমনভাবে পালন করে যে, তা মূল কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য সাধনের পথে কোন রকমভাবে ভূমিকা না রাখে, তবে মূল কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য সাধন হবে না। অর্থাৎ ঐ পুরো কর্মকাণ্ডটিই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আবার কেউ যদি এক বা একাধিক পাথেয়মূলক কাজকে কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য মনে করে পালন করে তাহলেও কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য সাধন হবে না। তাই সত্তার জানিয়ে দেয়া মৌলিক পাথেয়মূলক কোন একটি কাজকে না করলে বা তাকে যথাযথভাবে মূল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন না করলে অথবা এক বা একাধিক পাথেয়কে উদ্দেশ্য মনে করে পালন করলে পুরো কর্মকাণ্ডটি ঐ সত্তার দাসত্ব হিসেবে গণ্য হয় না।

উদাহরণস্বরূপ ঢাকা থেকে খুলনায় যাওয়ার কাজটিকে ধরা যাক। এ কাজটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, খুলনায় পৌছা। আর এ কাজের দু'টি মৌলিক মাধ্যম বা পাথেয় হচ্ছে, বাহন ও পথ খরচ। কাজটির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পাথেয় দুটি ব্যবহারের ব্যাপারে চিরসত্য (Eternal Truth) কয়েকটি বিষয় হচ্ছে–



www.pathagar.com

ক. পাথেয় দু'টির একটিও না হলে কেউ খুলনায় পৌছাতে পারবে না। অর্থাৎ মৌলিক পাথেয়ের একটিও বাদ গেলে সকল কাজ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়।

খ. পাথেয় দুটিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে কেউ খুলনায় পৌছাতে পারবে না। যেমন, কেউ যদি চট্টগ্রাম যাচ্ছে এমন একটি বাহনে, খুলনায় যাওয়ার জন্যে উঠে বসে তবে সে কখনও খুলনায় পৌছাতে পারবে না। তেমনি পথ খরচ যথাযথ অর্থাৎ খুলনার পৌছার পরিমাণ মত না হলেও কেউ খুলনায় পৌছাতে পারবে না। অর্থাৎ মৌলিক পাথেয়গুলোর প্রত্যেকটিকে যথাযথভাবে ব্যবহার বা পালন না করলে যে কোন কাজ ব্যর্থ হয়।

গ. মৌলিক পাথেয় দুটির একটি বা উভয়টিকে অথবা তাদের অংশবিশেষকে কাজটির উদ্দেশ্য বা সব কিছু মনে করে পালন করলেও কেউ খুলনায় পৌছাতে পারবে না। যেমন শুধু বাহন বা শুধু পথ খরচ ব্যবহার করে কেউ খুলনায় পৌছাতে পারবে না। আবার বাহন রূপ পাথেয়টির একটি দিককে ঐ পাথেয় ব্যবহারের সব কিছু মনে করলেও কেউ খুলনায় পৌছাতে পারবে না। যেমন- বাহনে বসে থাকাকেই সব কিছু মনে করলে চলবে না। বরং যথাসময়ে বাহনে উঠতে হবে এবং যথাস্থানে বাহন থেকে নামতেও হবে। অর্থাৎ মৌলিক পাথেয়সমূহের কোন একটিকে বা কোন একটির অংশবিশেষকে উদ্দেশ্য বা সব কিছু মনে করে পালন করলেও একটি কাজ তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়।

## ৪. সত্তার জানিয়ে দেয়া পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে প্রতি কাজের অনুষ্ঠানটি করা

প্রতিটি কাজের অনুষ্ঠানটি কী পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন অনুযায়ী করতে হবে, তাও সত্তা নিজে জানিয়ে দেন এবং প্রয়োজন হলে তার কোন প্রতিনিধি পাঠিয়ে তা দেখিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে মৌলিক ত্রুটি রেখে যে কোন কাজ করলেও সে কাজ তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। তাই প্রতিটি কাজের অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে সত্তা যে নিয়ম-কানুন জানিয়ে দেন, তাতে মৌলিক কোন ত্রুটি রেখে কাজটি করলে সে কাজ ঐ সত্তার দাসত্ব হিসেবে গণ্য হয় না।

## ৫. ব্যাপক কর্মকাণ্ডের জন্যে অতিরিক্ত শর্ত

যে কর্মকাণ্ড অনেক মৌলিক ও অমৌলিক কাজের সমষ্টি তাকে ব্যাপক কর্মকাণ্ড বলে। যেমন মানুষের জীবন পরিচালনা, রাসূল স. এর অনুসরণ, রাষ্ট্র



www.pathagar.com

পরিচালনা ইত্যাদি। ঐ ধরনের কর্মকাণ্ড করাকে কোন সত্তার দাসত্ব হিসাবে গণ্য হতে হলে নিম্নের দুটো শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এ দুটো শর্ত পূর্বোল্লিখিত শর্তগুলোর অতিরিক্ত।

## ক. সত্তার জানিয়ে দেয়া মৌলিক কাজগুলোর একটিও বাদ না দেয়া

যে কাজগুলোকে সত্তা মৌলিক বলে জানিয়ে দিয়েছেন তার একটিও বাদ দিলে বা বাদ গেলে, কাজটি ঐ সত্তার দাসত্ব হবে না। কারণ, তাতে কাজটিতে মৌলিক ত্রুটি রয়ে যাবে। আর মৌলিক ত্রুটিযুক্ত কোন কাজ ব্যর্থ হতে বাধ্য, সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না। অমৌলিক ধরনের কাজ বাদ গেলে কাজটি কিছু দুর্বল বা অসুন্দর হয় তবে ব্যর্থ হয় না।

## খ. সত্তার জানিয়ে দেয়া গুরুত্ব অনুযায়ী কাজগুলো করা

সত্তার বলে দেয়া গুরুত্ব অনুযায়ী কাজগুলো করতে হবে। অর্থাৎ ব্যাপক কর্মকাণ্ডকে কোন সত্তার দাসত্ব হিসাবে গণ্য হতে হলে যে কাজগুলোকে ঐ সত্তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন, সেগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে করতে হবে। কারণ এটি না করলেও কাজটি ব্যর্থ হবে।

একটি উদাহরণ দিলে এ বিষয়টি বুঝা সহজ হবে। মনে করুন, দুর্ঘটনা কবলিত হওয়া একজন লোকের বড় একটি রক্তের শিরা কেটে গিয়েছে এবং তা থেকে দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে। লোকটির চামড়াও কয়েক জায়গায় সামান্য কেটেছে। এই লোকটির চিকিৎসার জন্যে একজন ডাক্তারের প্রথম করণীয় হবে শিরা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করা। তারপর চামড়ার ক্ষতগুলোর দিকে নজর দেয়া। অর্থাৎ বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কম গুরুত্বের কাজের আগে করা। কোন ডাক্তার যদি তা না করে তার উল্টোটি করে, তবে রুগীটি যে মারা যাবে অর্থাৎ ঐ ডাক্তারের পুরো কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হবে তা বুঝা খুবই সহজ। তাই সত্তার বলে দেয়া গুরুত্ব অনুযায়ী কোন কর্মকাণ্ডের কাজগুলো না করলে পুরো কর্মকাণ্ডটিই ঐ সত্তার দাসত্ব হিসেবে গণ্য হয় না।

## ৬. আনুষ্ঠানিক কাজের জন্যে অতিরিক্ত শর্ত

যে কর্মকাণ্ড করতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই ধরনের কাজ বা অনুষ্ঠান করতে হয়, তাকে আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড বলে। যেমনঃ নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, সেনাবাহিনীর অনুশীলন ইত্যাদি। আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড কোন সত্তার দাসত্ব হিসাবে গণ্য হতে হলে তাকে নিম্নের দুটো শর্তও পূরণ করতে হবে। শর্ত দুটো প্রথম চারটি ধারায় বর্ণিত শর্তের অতিরিক্ত।



www.pathagar.com

## ক. প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে সত্তার দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নেয়া

আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি অনুষ্ঠান তৈরি করা হয় কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্যে। আর ঐ শিক্ষাগুলো এমন হয় যার বাস্তব প্রয়োগের উপর নির্ভর করে ঐ আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডটির সাফল্য। তাই কোন সত্তার তৈরি আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে করার পর তা থেকে সত্তার দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো বুঝে বুঝে মনেপ্রাণে গ্রহণ না করলেও আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডটি ঐ সত্তার দাসত্ব হিসাবে গণ্য হয় না।

## খ. অনুষ্ঠান থেকে নেয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা

আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান থেকে সত্তার দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো গ্রহণ করার পর তা যদি বাস্তবে প্রয়োগ না করা হয়, তাহলেও আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডটি ব্যর্থ হবে, এটিতো নিঃসন্দেহ। তাই অনুষ্ঠান থেকে সত্তার দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে তা বাস্তবে প্রয়োগ না করলেও কর্মকাণ্ডটি ঐ সত্তার দাসত্ব হিসাবে গণ্য হবে না।

**সুধী পাঠক**

উপরের শর্তগুলো পূরণ করে যে কোন কাজ করলে তা একটি সত্তার দাসত্ব হবে, আর শর্তগুলোর একটিও বাদ দিয়ে কোন কাজ করলে তা ঐ সত্তার দাসত্ব হবে না, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী তা বুঝা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। আশা করি আপনারা সবাই তা স্বীকার করবেন। আর শর্তগুলো যে সত্তার দেয়া বা যে সত্তার মত অনুযায়ী হবে, কাজটি সে সত্তার দাসত্ব হিসেবে গণ্য হবে, তা বুঝাও কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

# বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী একটি কাজ (আমল) আল্লাহর দাসত্ব হিসেবে কবুল হওয়ার জন্যে অবশ্য পূরণীয় শর্তসমূহ

ওপরে বর্ণিত তথ্যগুলো জানার পর সহজেই বলা যায় যে, একটি কাজ আল্লাহর দাসত্ব হিসেবে কবুল হতে হলে যে শর্তসমূহ অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে তা হবে নিম্নরূপ–

১. কাজটি করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখতে হবে।

২. কাজটির ব্যাপারে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং কাজটি করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে।

৩. কাজটির ব্যাপারে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মনে করে পালন করতে হবে।

৪. আল্লাহর জানিয়ে দেয়া নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) বা পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজটির অনুষ্ঠানটি করতে হবে।



www.pathagar.com

৫. কাজটি ব্যাপক হলে–

ক. আল্লাহর জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ দেয়া যাবে না।

খ. আল্লাহর জানিয়ে দেয়া গুরুত্ব অনুযায়ী কাজটির বিভিন্ন বিষয়গুলো আগে বা পরে করতে হবে।

৬. কাজটি আনুষ্ঠানিক হলে–

ক. প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে মহান আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিতে হবে

খ. বাস্তব জীবনে সে শিক্ষা গুলো প্রয়োগ করতে হবে।

## ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলো কোন কাজ আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার অবশ্য পূরণীয় শর্ত হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ

ওপরে বর্ণিত বিবেক-বুদ্ধির শর্তগুলো একটি কাজ বা আমল আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার অবশ্য পূরণীয় শর্ত হবে কিনা চলুন তা এখন কুরআন ও হাদীসের তথ্যের আলোকে পর্যালোচনা করা যাক-

### ১. আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রাখা একটি কাজ কবুল হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ

### আল-কুরআন

ক. قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

**অর্থ:** বল আমার নামাজ, কুরবানি, জীবন ও মৃত্যু শুধুমাত্র মহাবিশ্বের রব আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যে। (আনআম : ১৬২)

**ব্যাখ্যা:** মহান আল্লাহ এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের জীবনের সকল কিছু করতে হবে তাঁর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে বা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে। অর্থাৎ তিনি অসন্তুষ্ট হন এমনভাবে কোন কাজ করলে সে কাজ তাঁর নিকট কবুল হবে না।

খ. সূরা মাউনের ৪-৬ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ.الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ.الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ.

**অর্থ:** ওয়াইল নামক জাহান্নাম সেই নামাজীদের জন্যে যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে অবহেলা করে। যারা লোক দেখানোর জন্যে কাজ করে (নামাজ বা অন্য কাজ)।



www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা:** মহান আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, যারা লোক দেখানোর জন্যে নামাজ বা অন্য কাজ করে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কারণ তারা ঐ সকল কাজ করছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নয়, মানুষকে দেখানোর জন্যে। তাই তাদের ঐ কাজ আল্লাহর দাসত্ব হিসাবে কবুল হবে না।

গ. সূরা বাকারার ২৬৩ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন–

قَوْلٌ مَعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا أَذًى ط

**অর্থ:** একটু মিষ্টি কথা এবং কোন দুঃসহ ব্যাপারে সামান্য উদারতা দেখানো, সেই দান অপেক্ষা ভাল যার পর খোঁটা দেয়া হয়।

**ব্যাখ্যা:** আল্লাহ্ এখানে বলছেন খোঁটা দেয়া বা প্রতিদান পাওয়ার জন্যে কোটি কোটি টাকা দান করার চাইতে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে মুখের একটি মিষ্টি কথা বা সামান্য উদারতা দেখানো আল্লাহর নিকট অনেক অনেক বেশি প্রিয়। কারণ ঐ দানের সামনে আল্লাহর সন্তুষ্টি না থেকে অন্য কিছু আছে। তাই ঐ দান আল্লাহর দাসত্ব হিসাবে কবুল হবে না।

## আল-হাদীস

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِه فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

**অর্থ:** হযরত ওমর বিন খাত্তাব রা. বলেন: রাসূল স. বলেছেন, নিয়াতের উপরই সমস্ত কাজ নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তাই রয়েছে যা সে নিয়াত করে। সুতরাং যে হিজরাত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়াতে তার হিজরাত আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্যেই হয়। আর যে হিজরাত করে দুনিয়া লাভ বা কোন নারীকে বিবাহ করার নিয়তে, তার হিজরাত ঐ জন্যে হবে যার নিয়তে সে হিজরাত করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা:** আল্লাহ ও রাসূলের স. নিয়াতে কোন কাজ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজটি করা। তাই হাদীসটি থেকে সহজেই বুঝা যায়, হিজরাত বা অন্য যে কোন কাজ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে



www.pathagar.com

সামনে রেখে করা হয় তবে সে কাজে সওয়াব হবে না। অর্থাৎ সে কাজ আল্লাহর ইবাদাত হিসাবে কবুল হবে না। এ রকম বক্তব্যসম্বলিত রাসূল স. এর আরো অনেক কথা হাদীস গ্রন্থে উপস্থিত আছে।

❑❑ অতএব কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সহজেই জানা ও বুঝা যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি সামনে না থাকলে কোন কাজ আল্লাহর নিকট কবুল হয় না তথা ইবাদাত বলে গণ্য হয় না।

## ২. আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং সাধনের দিকে সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা একটি কাজ কবুল হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ

### আল-কুরআন

আল-কুরআনের সূরা ছোয়াদের ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ج ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ج فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ.

**অর্থ:** আমি মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে থাকা কোন কিছুই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই। এটা সেই লোকদের ধারণা, যারা কুফরী করে। আর এই ধরনের লোকদের জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হওয়া অনিবার্য।

**ব্যাখ্যা:** আল্লাহ প্রথমে এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ উভয়ের মধ্যে যত কিছু আছে, তার কোনটিই তিনি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। অর্থাৎ আকাশ, পৃথিবী, মানুষ, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদি প্রতিটি জিনিস বা বিষয় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আল্লাহ সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন। সুতরাং সকল জিনিস সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর যেমন একটি সামগ্রিক উদ্দেশ্য আছে, তেমনি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টির পিছনে তাঁর একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যও আছে। প্রত্যেক জিনিসের ঐ স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য সাধিত হলেই কেবল সকল জিনিস সৃষ্টির আল্লাহর সামগ্রিক উদ্দেশ্যটি সাধিত হবে, অন্যথায় নয়।

তারপর তিনি বলেছেন, আল্লাহ ঐ সকল কিছু কোন উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করেছেন এটি মনে করা কাফেরদের কাজ অর্থাৎ অতি বড় গুনাহের কাজ।

সবশেষে তিনি বলেছেন, যারা ঐ রকম ধারণা করবে অর্থাৎ উদ্দেশ্য ছাড়া আল্লাহ কোন কিছু সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন বলে ধারণা করবে, পরকালে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তাহলে সহজেই বলা যায়, যারা ঐ ধারণাকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে সে অনুযায়ী কাজ (আমল) করবে, তাদের ঠিকানা হবে আরো



www.pathagar.com

নিম্ন স্তরের জাহান্নাম। এখান থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে কোন কাজ বা বস্তু, সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন, সে কাজ করা বা সে বস্তু ব্যবহারের দ্বারা যদি ঐ উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, তবে সে কাজ, দুনিয়া ও আখেরাতে বিফলে যাবে। আর কোন কাজের উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে সে উদ্দেশ্য প্রথমে জানতে হবে, এটিতো সহজেই বুঝা যায়।

## আল্-হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

**অর্থ:** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়ে নাই, তার খাওয়া বা পান করা ছেড়ে দেয়াতে (রোজা রাখাতে) আল্লাহর কোন দরকার নেই। (বুখারী)

**ব্যাখ্যা:** হাদীসটিতে রাসূল স. কোন্ রোজা আল্লাহর দাসত্ব হিসাবে গণ্য হবে না, তা বলেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে, রোজার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'তাকওয়া' অর্জন করা (অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে তাঁর আদেশ মানার মানসিকতা অর্জন করা)। মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ না ছাড়া অর্থ হচ্ছে তাকওয়া অর্জিত না হওয়া। তাই রাসূল স. এখানে বলেছেন, যে রোজাদার মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়ে নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তির রোজা দ্বারা রোজার উদ্দেশ্য অর্জিত হয় নাই, তার রোজা আল্লাহর দরকার নেই। অর্থাৎ ঐ রোজা আল্লাহর দাসত্ব বা ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে না।

অন্য অনেক আমলের ব্যাপারেও হাদীস শরীফে, রাসূল স. এর অনেক বক্তব্য আছে যা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, আল্লাহর বলে দেয়া বা জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে না রেখে কোন আমল করলে সে আমলে সওয়াব বা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় না। অর্থাৎ সে আমল আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে কবুল হয় না।

❑❑ এভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্পষ্টভাবে জানা ও বুঝা যায়, কোন কাজের ব্যাপারে আল্লাহর বলে দেয়া উদ্দেশ্যটি না জানলে এবং কাজটি করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ সামনে না রাখলে, সে কাজ মহান আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে গণ্য হয় না তথা কবুল হয় না।



www.pathagar.com

## ৩. আল্লাহর জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা একটি কাজ কবুল হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ

### আল-কুরআন

### ক. নামাজ

আল্-কুরআনের সূরা আন-কাবুতের ৪৫ আয়াতে নামাজের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে যে সকল কাজ অশ্লীল ও নিষিদ্ধ তা দূর করা। নামাজের অনুষ্ঠান হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয়। অর্থাৎ নামাজের অনুষ্ঠানটি এমনভাবে করতে হবে, যেন তা নামাজের উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রাখে। তাই কেউ যদি নামাজের 'অনুষ্ঠানকে' নামাজের সব কিছু বা নামাজের উদ্দেশ্য মনে করে, আর এর ফলস্বরূপ নামাজকে শুধু তার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আদায় করে, তবে সে নামাজ আল্লাহর দাসত্ব হবে না বা সেই নামাজে কোন সওয়াব বা কল্যাণ হবে না। এ কথাটাই মহান আল্লাহ বলেছেন সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের প্রথমাংশে। আয়াতাংশটি হচ্ছে–

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

**অর্থ:** (নামাজের সময়) তোমাদের মুখ পশ্চিম দিকে করলে না পূর্ব দিকে করলে, এটি কোন কল্যাণ বা সওয়াবের কাজ নয়।

**ব্যাখ্যা:** আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন নামাজের সময় মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরানো বা এরকম আর যে সকল অনুষ্ঠান (রুকু, সিজদা, কিয়াম, কিরাত ইত্যাদি) আছে, কেউ যদি শুধু ঐ অনুষ্ঠানগুলো করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে নামাজ আদায় করে তবে তার ঐ নামাজে কোন সওয়াব হবে না। অর্থাৎ ঐ নামাজ আল্লাহর দাসত্ব হিসাবে গণ্য হবে না। কারণ অনুষ্ঠানটি হচ্ছে নামাজের পাথেয়। তাই ঐভাবে নামাজ আদায় করলে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আল্লাহ নামাজ ফরজ করেছেন, সে উদ্দেশ্য কোনক্রমেই সাধিত হবে না।

### খ. কুরবানি

কুরবানির উদ্দেশ্য বিশেষ এক ধরনের তাকওয়া সৃষ্টি করা। আর সে বিশেষ তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ মানার জন্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা। আদরের পশু জবাই করে রক্ত প্রবাহিত করা এবং তার গোশত খাওয়ার অনুষ্ঠান হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয়। তাই কেউ যদি কুরবানির পাথেয়কে অর্থাৎ রক্ত ঝরানো এবং গোশত খাওয়ার অনুষ্ঠানকে উদ্দেশ্য মনে করে এবং তার ফলস্বরূপ কুরবানিকে শুধু রক্ত ঝরানো ও গোশত খাওয়ার

অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করে, তবে সেই কুরবানি আল্লাহ দাসত্ব হিসাবে গণ্য হবে না বা তাতে কোন সওয়াব হবে না। এই কথাটাই আল্লাহ্ সূরা হজ্জের ৩৭ নং আয়াতের মাধ্যমে এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

لَن يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ

**অর্থ:** ওগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া তাঁর নিকট অবশ্যই পৌঁছায়।

**ব্যাখ্যা:** আল্লাহ্ এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কুরবানির পশুর রক্ত ও মাংস তাঁর নিকট পৌঁছায় না। তাঁর কাছে পৌঁছায় কুরবানির মাধ্যমে যে তাকওয়া অর্জিত হয় সেই তাকওয়া। এ থেকে সহজে বুঝা যায়, কুরবানির অনুষ্ঠান থেকে কোন সওয়াব হবে না বা কুরবানি আল্লাহর দাসত্ব হিসাবে গণ্য হবে না, যদি তা থেকে ঐ বিশেষ ধরনের তাকওয়া অর্জিত না হয়। কারণ কুরবানির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ ধরনের তাকওয়া অর্জন করা বা অর্জিত হওয়া। আর কুরবানির অনুষ্ঠান হচ্ছে তার পাথেয়।

## গ. মানুষের জীবন

মানুষের জীবনের বিভিন্ন কাজকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

**১. উপাসনামূলক কাজ**

যেমন: কুরআন তেলাওয়াত, ঈমান আনা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, এবং যাকাত, তাসবীহ্-তাহলীল ইত্যাদি।

**২. ন্যায় বা অন্যায় কাজ**

যেমন: সত্য বলা, কাউকে ফাঁকি না দেয়া, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট ভরে খাওয়া, নিজে অট্টালিকায় থাকা কিন্তু অন্যরা যাতে পথে না থাকে, নিজে উচ্চ শিক্ষিত হওয়া কিন্তু অন্যরা যাতে অশিক্ষিত না থাকে, নিজে দামী দামী পোশাক পরা কিন্তু অন্যরা যাতে কাপড়বিহীন না থাকে, ইত্যাদি ব্যাপারে কোনই ভূমিকা না রাখা, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনই ভূমিকা না রাখা ইত্যাদি।

**৩. শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ**

যেমন: খাওয়া-দাওয়া, ব্যায়াম করা, চিকিৎসা করা, বিশ্রাম নেয়া ইত্যাদি।

**৪. পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূল কাজ**

যেমন: প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি।



www.pathagar.com

আল-কুরআনে মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যত বক্তব্য আছে সেগুলো পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে যে চূড়ান্ত তথ্য বের হয়ে আসে, তাতে দেখা যায় আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে আল-কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা'। অর্থাৎ উপরের খ ধারার কাজগুলো করা। মানুষের জীবনে আর যত ধরনের কাজ আছে (উপরের ক, গ ও ঘ ধারার কাজগুলো) তা হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয়। অর্থাৎ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সহায়ক কাজ। তাই মানুষের পুরো জীবন যদি আল্লাহর দাসত্ব হিসেবে গণ্য হতে হয় বা গণ্য করাতে হয়, তবে পাথেয় গ্রুপের সকল কাজকে এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তা, কোন না কোনভাবে উদ্দেশ্য বিভাগের কাজগুলো সাধিত হওয়ার পথে সহায়ক হয় বা ভূমিকা রাখে। এ কথাটিই রাসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নেরটিসহ আরো অনেক হাদীসের মাধ্যমে–

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَارَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلاَنًا لَمْ يَعْصِيْكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِىْ سَاعَةٍ قَطٌّ.

**অর্থ:** হযরত জাবের রা. বলেন, রাসূল স. বলেছেন: মহান আল্লাহ জিবরাইল আ.কে নির্দেশ দিলেন অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসীদেরসহ উল্টিয়ে দাও। জিবরাইল আ. বললেন, হে রব, তাদের মধ্যে তো এমন এক ব্যক্তি আছেন যিনি মুহূর্তের জন্যেও আপনার নাফরমানি করেননি। তখন আল্লাহ বললেন, তাকেসহই শহরটি উল্টিয়ে দাও। কারণ সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যেও তার চেহারা মলিন হয়নি। (বায়হাকী)

**ব্যাখ্যা:** হাদীসটি থেকে সহজে বুঝা যায়, লোকটি জীবনের অন্য সকল বিভাগের কাজগুলো পালন করছিলো কিন্তু সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে তার চেহারা মলিনও হতো না। অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিরোধের ব্যাপারে সে কোন রকম ভূমিকা রাখত না। আর এ জন্যে পালন করা অন্য সকল কাজ ব্যর্থ করে দিয়ে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিলেন। এখান থেকে বুঝা যায়, জীবনের অন্য সকল বিভাগের কাজগুলো হচ্ছে জীবন সৃষ্টির পাথেয়। আর ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ হচ্ছে জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জীবনের অন্য সকল বিভাগের কাজগুলোকে এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তা উদ্দেশ্য বিভাগের কাজগুলো করার ব্যাপারে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রাখতে মানুষকে সহায়তা, উৎসাহিত


www.pathagar.com

বা বাধ্য করে। হাদীসটিতে উল্লিখিত লোকটি জীবনের অন্য সকল বিভাগের কাজগুলো পালন করছিলো ঠিকই কিন্তু সেগুলো জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে ভূমিকা রাখতে পারে অর্থাৎ জীবনের পাথেয় হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে, এমনভাবে পালন করে নাই। তাই ঐ কাজগুলো তাকে জীবনের উদ্দেশ্য বিভাগের কাজগুলো পালন করার ব্যাপারে অর্থাৎ ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার ব্যাপারে উৎসাহিত, বাধ্য বা সাহায্য করতে পারে নাই। তাই তার ঐ কাজগুলো আল্লাহর নিকট কবুল হয় নাই এবং তাকে শাস্তি পেতে হয়েছে।

❑❑ সুতরাং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, কোন কাজের ব্যাপারে আল্লাহ বা রাসূল স. এর জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে কাজটির উদ্দেশ্য মনে না করে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম বা উপায় মনে করে পালন করতে হবে, তা না হলে কাজটি আল্লাহর ইবাদাত বলে কবুল হবে না।

## ৪. আল্লাহ ও রাসূল স. এর জানিয়ে বা দেখিয়ে দেয়া নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুযায়ী একটি কাজের অনুষ্ঠান করা কাজটি কবুল হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ

### কুরআন ও হাদীস

প্রতিটি কাজের অনুষ্ঠান কী নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুসরণ করে করতে হবে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে এবং রাসূল স. তা বাস্তবে করে দেখিয়েও দিয়েছেন। কোন কাজের নিয়ম-কানুনে ত্রুটি থাকলে ঐ কাজটি ইবাদাত হিসেবে গ্রহণ হওয়া বা না হওয়ার নীতিমালা কী হবে, তা আল্লাহ ও রাসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদাতের অনুষ্ঠানের আরকান-আহকাম অনুসরণের নীতিমালার মাধ্যমে। রাসূল স. এর বাস্তব আমলের উপর ভিত্তি করে ঐ উপাসনামূলক ইবাদাতগুলোর অনুষ্ঠানের আরকান-আহকামকে ৪ (চার) ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

১. ফরজ ২. ওয়াজিব
৩. সুন্নাত এবং ৪. মুস্তাহাব।

ফরজ ও ওয়াজিব বিভাগের আরকান-আহকামগুলো হচ্ছে মৌলিক, আর সুন্নাহ ও মুস্তাহাব (নফল) বিভাগের আরকান-আহকামগুলো হচ্ছে অমৌলিক। আর ঐ বিভিন্ন ধরনের আরকান-আহকাম অনুসরণ করা না করার সাথে ইবাদাতগুলো কবুল হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক হচ্ছে–


www.pathagar.com

- ❑ ফরজ বাদ গেলে ইবাদাতগুলো কবুল হয় না।
- ❑ ওয়াজেব বাদ গেলে সহু সিজদা বা অন্য কিছুর মাধ্যমে না শুধরালে ইবাদাতগুলো কবুল হয় না।
- ❑ সুন্নাত বাদ গেলে ইবাদাতগুলো একটু দুর্বল হয় কিন্তু তা একেবারে বাদ যায় না।
- ❑ মুস্তাহাব বাদ গেলে ইবাদাতগুলোর কোন ক্ষতি হয় না।

তাই ঐ ইবাদাতগুলোর অনুষ্ঠানের আরকান-আহকাম অনুসরণের নীতিমালার মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন, যে কোন কাজের অনুষ্ঠানে আল্লাহর ও রাসূলের জানিয়ে দেয়া মৌলিক আরকান-আহকাম বা নিয়ম-কানুনে ত্রুটি রেখে কাজটি করলে সে কাজ আল্লাহর ইবাদাত বলে গণ্য (কবুল) হয় না। আর অনুষ্ঠানের আরকান-আহকামে অমৌলিক ত্রুটি থাকলে কাজটি কবুল হয় তবে তার মান বা স্তর কিছুটা নিচু ধরা হয়।

❑❑ সুতরাং কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কোন কাজ আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে কবুল হতে হলে কাজটিকে অবশ্যই আল্লাহ ও রাসূল স. এর জানিয়ে ও দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন বা আরকান-আহকাম অনুযায়ী পালন করতে হবে।

## ৫. ক. ব্যাপক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া কর্মকাণ্ডটি কবুল হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ

### আল-কুরআন

**তথ্য-১**

وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

**অর্থ:** যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না তারা কাফির। (মায়েদা : ৪৪)

**ব্যাখ্যা:** আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করা ইসলামের একটি মৌলিক কাজ। আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ মৌলিক বিষয়টি অমান্য করবে তথা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানুষ রচিত বিধান দিয়ে বিচার-ফয়সালা করবে, তারা কাফির বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তাদের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে।

তাহলে মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন, যারা তাঁর জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়সমূহের একটিও ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করবে তাদের জীবন পরিচালনারূপের ব্যাপক কর্মকাণ্ডটি কবুল হবে না।



www.pathagar.com

**তথ্য-২**

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ط

**অর্থ:** এবং যারা ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্যে দান করে, এরা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং না পরকালের প্রতি। (নিসা : ৩৮)

**ব্যাখ্যা:** মহান আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যারা লোক দেখানোর জন্যে ধন-সম্পদ দান করে তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ তাদের কাফির হিসেবে গণ্য করা হবে।

লোক দেখানোর জন্যে নয় বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ধন-সম্পদ দানসহ সকল কাজ করা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। তাই আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমেও জানিয়ে দিয়েছেন যে, জীবন পরিচালনায় তথা ব্যাপক কর্মকাণ্ডে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া একটিও মৌলিক বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করলে ঐ ব্যাপক কর্মকাণ্ডটি ইবাদাত হিসেবে কবুল হয় না।

**তথ্য-৩**

সূরা বাকারার ৮৫ ও ৮৬ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَاءُ مَن يَّفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ.

**অর্থ:** তোমরা কি এই কিতাবের কিছু বিশ্বাস কর, আর কিছু অবিশ্বাস কর? যারা এরকম করবে দুনিয়ার জীবনে তাদের লাঞ্ছনা ছাড়া আর কোন বদলা নেই। আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে পৌঁছে দেয়া হবে কঠোরতর শাস্তির দিকে।

**ব্যাখ্যা:** কোন কিছু কেউ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করলে তা তার কর্মে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ কোন কিছু বিশ্বাস করা এবং সে বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা বিষয় দুটি একটি অপরটির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মহান আল্লাহ তাই এখানে জানিয়ে দিয়েছেন, আল-কুরআনের 'কিছু' বিশ্বাস বা অনুসরণ করলে আর কিছু অবিশ্বাস বা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুসরণ না করলে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।

পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, মহান আল্লাহ এখানে তাঁর কিতাব তথা কুরআনের 'কিছু' বলতে আল-কুরআনের মূল বিষয়গুলোকে বুঝিয়েছেন। কুরআনের মূল বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়। আর



www.pathagar.com

আল-কুরআনের সূরা নাহলের ৮৯ নং আয়াত ও অন্যান্য আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী আল-কুরআনে মানুষের জীবনের সকল প্রথম স্তরের-মৌলিক বিষয় উল্লেখিত আছে।

তাই আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআনের মূল বিষয়গুলোর তথা ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলোর কিছু তথা একটিও অমান্য করলে একজন মানুষের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে।

ইসলামের দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো হচ্ছে প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়। দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ গেলে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়টি ব্যর্থ হয়। ফলে তাতেও মানুষের পুরো জীবন ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়গুলোর কিছু আছে কুরআনে আর কিছু আছে হাদীসে।

তাহলে এ আয়াতের মাধ্যমেও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়সমূহের একটিও বাদ রেখে জীবন পরিচালনা করলে, জীবনরূপ ব্যাপক কর্মকাণ্ডটি তাঁর নিকট কবুল হবে না।

**তথ্য-৪**

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لا الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ط وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ج وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

**অর্থ:** হেদায়েত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যারা তা হতে ফিরে যায়, তাদের জন্যে শয়তান ঐরূপ আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা তাদের জন্যে দীর্ঘ করে দিয়েছে। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহর নাযিল করা বিষয়কে (কিতাব বা দীনকে) অস্বীকারকারীদের বলে, কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করব। আল্লাহ তাদের এই গোপন কথা ভালো করেই জানেন। তাহলে তখন কী হবে যখন ফেরেশতাগণ তাদের রুহগুলোকে কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর মারতে মারতে নিয়ে যাবে। এটাতো এ কারণেই যে, তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে পছন্দ এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে অপছন্দ করেছে। এ কারণে তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দিবেন।

(মুহাম্মদ : ২৫-২৮)



www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা:** প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ বলেছেন, কিতাবের মাধ্যমে হেদায়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা হতে ফিরে যায়, তাদের কিছু অবস্থা। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই ফিরে যাওয়া বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন, তা বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, জীবনের কিছু কিছু ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করা আর কিছু কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ) কথা অনুসরণ করা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এই আয়াত ক'টিতে যা বলা হয়েছে তা হল–

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

২. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে মৃত্যুকালে ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করে জর্জরিত করবে।

৩. ঐ ধরনের আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।

৪. ঐ আচরণের জন্যে তাদের সকল আমল বিনষ্ট বা নিষ্ফল হয়ে যাবে।

এ আয়াত ক'খানির মাধ্যমেও তাহলে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন আল-কুরআনের মূল বিষয়গুলোর কিছু তথা একটিও ইচ্ছা করে অনুসরণ না করলে জীবন পরিচালনা নামের ব্যাপক কর্মকাণ্ডটি পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।

## আল হাদীস

### তথ্য-১

وَ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ فَمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَالَ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَ لاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

অর্থ: আনাস রা. বলেন, রাসূল স. আমাদের এমন নসিহত খুব কমই করেছেন, যার ভিতর তিনি এ কথা বলেননি যে, 'খিয়ানতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দীন নেই।' (বায়হাকী)

### তথ্য-২

وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ (زَادَ الْمُسْلِمُ وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ) إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.



www.pathagar.com

**অর্থ**: আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল স. বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি (মুসলিম শরীফে অতিরিক্তভাবে যোগ করা হয়েছে—সে যদি সালাত, সাওম আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে তবুও) : সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খিয়ানত করে।

(বুখারী, মুসলিম)

❑❑ মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, আমানতের খিয়ানাত করা ইসলামের মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ। হাদীস দু'খানির মাধ্যমে রাসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি ঐ কাজগুলোর একটিও করবে তার ঈমান নেই, দীন নেই বা তাকে মুনাফিক হিসেবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ তার জীবনের সকল কর্মকাণ্ড ব্যর্থ ধরা হবে। এ ধরনের আরো অনেক হাদীসে রাসূল স. ইসলামের মৌলিক একটি করণীয় কাজ না করা বা নিষিদ্ধ কাজ করা ব্যক্তির পরিণতি সম্বন্ধে এমন কথা বলেছেন যা থেকে সহজেই বুঝা যায়, ব্যক্তির পুরো জীবন ব্যর্থ হবে। তাই হাদীসের মাধ্যমেও জানা ও বুঝা যায় জীবন পরিচালনারূপ ব্যাপক কর্মকাণ্ডটির ন্যায় অন্য সকল ব্যাপক কর্মকাণ্ডে, আল্লাহ্ বা রাসূল স. জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ গেলে ঐ কর্মকাণ্ডটি আল্লাহর ইবাদাত বলে কবুল হয় না।

❑❑❑ সুতরাং কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষের জীবন পরিচালনা, রাসূল স. এর অনুসরণ ইত্যাদিসহ যে কোন ব্যাপক কর্মকাণ্ড আল্লাহর ইবাদাত বলে কবুল হতে হলে ঐ কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আল্লাহ্ ও রাসূল স. এর জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়সমূহের একটিও বাদ দেয়া যাবে না তথা সবগুলোই পালন করতে হবে।

## ৫. খ. ব্যাপক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত বিষয়গুলো আল্লাহ্ ও রাসূল স. এর জানিয়ে দেয়া গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে করা, কর্মকাণ্ডটি কবুল হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ

### কুরআন ও হাদীস

কোন ব্যাপক কর্মকাণ্ড বা আমল যাতে আল্লাহর দাসত্ব হিসাবে গণ্য হতে না পারে সে জন্যে শয়তানের নিকট এ বিষয়টি, অর্থাৎ গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যাপক কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলো আগে ও পরে করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই কর্মপদ্ধতিটি মানুষকে সহজে গ্রহণ করানো যায় যদি তাকে কর্মকাণ্ডটির মৌলিক কাজ কী কী, সে ব্যাপারে অন্ধকারে রাখা যায়। তখন সে বুঝতেই পারবে না, কোন্ কাজটি মৌলিক বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আর কোন্ কাজটি অমৌলিক বা কম গুরুত্বপূর্ণ। ফলে একদিকে, আগে বা বেশি গুরুত্ব দিয়ে কোন্


www.pathagar.com

কাজটি করতে হবে, তা সে বুঝতে পারবে না। অন্যদিকে সব কাজই করছে বলে সে খুশি থাকবে।

**সুধী পাঠক,** মানুষের জীবন একটা ব্যাপক কর্মকাণ্ড। মহান আল্লাহ মানুষের জীবনের কর্মকাণ্ডগুলোকে মৌলিক ও অমৌলিক—এ দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। আর উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় তিনি নির্ভুলভাবে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন আল-কুরআনের মাধ্যমে। তাই শয়তানও মানুষের জীবন যাতে আল্লাহর দাসত্ব হিসেবে গণ্য হতে না পারে, তার জন্যে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যে কাজটির উপর তা হচ্ছে, মানুষকে আল-কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা। শয়তান এ ব্যাপারে কৃতকার্যও হয়েছে অবিশ্বাস্যরকমভাবে। আর শয়তান, যে সকল অভিনব কথা চালু করে দিয়ে এই অসম্ভব কাজটি সম্ভব করেছে, তা নিয়ে যদি দরদী, চিন্তাশীল ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মুসলমান চিন্তা করেন, তবে তিনি চোখের পানি কোনমতেই বন্ধ রাখতে পারবেন না। শয়তানের সেই অভিনব পন্থাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মুমিনের এক নাম্বার কাজ এবং শয়তানের এক নাম্বার কাজ' নামের বইটিতে।

❑❑ কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাই সহজে বলা যায়, জীবন পরিচালনা, রাসূল স. এর অনুসরণ ইত্যাদি যে কোন ব্যাপক কর্মকাণ্ড আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে কবুল হতে হলে ঐ কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো আল্লাহ ও রাসূল স. এর জানিয়ে দেয়া গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে করতে হবে।

## ৬. ক এবং খ. আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয়া এবং সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা কর্মকাণ্ডটি কবুল হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ

### আল-কুরআন

**তথ্য-১**

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ط

**অর্থ:** (সালাতের সময়) পূর্বে তোমরা যে দিকে মুখ করে দাঁড়াতে সেটিকে আমি কেবলারূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম শুধু এটি জেনে নেয়ার জন্যে যে, কে রাসূলের (তথা আমার) অনুসরণ করে আর কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়।

(বাকারা : ১৪৩)



www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা:** রাসূল স. মদিনায় হিজরাত করার পর প্রথম ১৬ বা ১৭ মাস আল্লাহর নির্দেশে বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে মুখ করে সালাত পড়তেন। তারপর আল্লাহ আবার কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেন। এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পেছনে কী কারণ ছিলো তা সরাসরি ও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দানের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এটা জেনে নেয়া যে, কে রাসূলকে তথা রাসূলের মাধ্যমে দেয়া তাঁর আদেশকে অনুসরণ করে, আর কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়। অর্থাৎ কে তাঁর আদেশ মানাকে অগ্রাধিকার দেয়, আর কে তাদের রসম-রেওয়াজ (Tradition), অভ্যাস ইত্যাদি মানাকে অগ্রাধিকার দেয়।

এখান থেকে বুঝা যায়, সালাতের সময় মুখ কেবলার দিকে করতে বলা অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের অনুষ্ঠান করতে বলার পেছনে আল্লাহর (সর্ব প্রধান) উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর আদেশ মানার মানসিকতা তৈরি করা।

**তথ্য-২**

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ ج وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ج وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ج

**অর্থ:** (সালাতের সময়) তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে, না পশ্চিম দিকে মুখ করলে, তা কোন কল্যাণ বা সওয়াবের কাজ না। কল্যাণ বা সওয়াবের কাজ হচ্ছে আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ ও নবীদের উপর ঈমান রাখা, আল্লাহর ভালবাসায় ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে ব্যয় করা এবং সালাত কায়েম করা ও জাকাত দেয়া। (বাকারা : ১৭৭)

**ব্যাখ্যা:** এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটিতে আল্লাহ্ প্রথমে বলেছেন, সালাতের সময় মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে করা অর্থাৎ মুখ কেবলার দিকে করার অনুষ্ঠান করার মধ্যে কোন সওয়াব নেই। এরপর যে সকল কাজে সওয়াব আছে, তার কয়েকটির নাম আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন। ঐ কাজগুলোর একটি হচ্ছে 'সালাত কায়েম করা'। তাহলে আয়াতটির সালাত সম্পর্কিত কথা দু'টি এক সঙ্গে করলে আল্লাহর যে বক্তব্য বের হয়ে আসে তা হচ্ছে– সালাতের সময় শুধু অনুষ্ঠান করার মধ্যে



www.pathagar.com

কোন সওয়াব নেই। সওয়াব আছে সালাত কায়েম অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে। অতএব সালাতের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতের এই কথাগুলোকে ১ নং তথ্যের আয়াতটির বক্তব্যের সঙ্গে মিলালে যে বক্তব্য পাওয়া যায়, তা হচ্ছে– সালাতের শুধু অনুষ্ঠান করার মধ্যে কোন সওয়াব নেই। সওয়াব আছে সালাতের অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে কায়েম তথা প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে।

১ ও ২ নং তথ্যের আয়াতগুলোর বক্তব্য পর্যালোচনা করে তাহলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, সালাত তথা আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলোর শুধু অনুষ্ঠান পালন করলে কোন সওয়াব হবে না। সওয়াব হবে অনুষ্ঠানগুলো যথাযথভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা বা প্রয়োগ করলে।

**তথ্য-৩**

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ.

**অর্থ:** ওয়াইল নামক জাহান্নাম হবে সেই সালাত আদায়কারীদের ঠিকানা, যারা সালাতের প্রতি অবহেলা করে। যারা লোক দেখানোর জন্যে কাজ করে এবং পাতিলের ঢাকনির ন্যায় ছোটখাট জিনিসও মানুষকে দিতে চায় না বা দিতে নিষেধ করে। (মাউন : ৪-৭)

**ব্যাখ্যা:** এই আয়াত ক'খানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ কয়েকটি বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন, যার জন্যে সালাতের অনুষ্ঠান করার পরও একজন সালাত আদায়কারীকে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে। সে বিষয়গুলো হচ্ছে, সালাতে অবহেলা করা, মানুষকে দেখানোর জন্যে কাজ করা এবং ছোটখাট জিনিসও অপরকে না দেয়া বা দিতে নিরুৎসাহিত করা।

অর্থাৎ আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন, যে সালাত আদায়কারী সালাতের অনুষ্ঠান করবে এবং সাথে সাথে ঐ কাজগুলোও করবে তার সালাত কবুল হবে না এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তাহলে নিশ্চয়ই সালাতের অনুষ্ঠানের সঙ্গে এ কাজগুলোর নিবিড় কোন সম্পর্ক রয়েছে। ১ নং তথ্যের থেকে আমরা জেনেছি, সালাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহ সালাত আদায়কারীকে নানা ধরনের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। আর সে শিক্ষাগুলো দিতে চাওয়া হয়েছে সালাতের অনুষ্ঠান এবং সালাতে পড়া কুরআন ও তাসবীহের মাধ্যমে। ঐ


www.pathagar.com

শিক্ষাগুলোর কয়েকটি হচ্ছে– সালাতে অবহেলা না করা, লোক দেখানোর জন্যে কোন কাজ না করা এবং বঞ্চিতদের সাহায্যার্থে ছোট-বড় সকল জিনিস নিজ সামর্থ্যের মধ্য থেকে যথাসম্ভব দান করা। তাই ১ নং ও ২ নং তথ্যের বক্তব্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সূরা মাউনের এই আয়াত চারটির বক্তব্য ব্যাখ্যা করে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন– যারা সালাত তথা আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলোর অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে তার দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম তথা প্রতিষ্ঠা করবে না, তাদের ঐ আনুষ্ঠানিক উপাসনা কবুল হবে না এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

**তথ্য-৪**

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

**অর্থঃ** হে ব্যক্তিগণ যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের জন্যে রোজা ফরজ (অবশ্য পালনীয়) করা হয়েছে যেমন তা ফরজ করা হয়েছিল পূর্ববর্তীদের জন্যে, যাতে তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করতে পার। (বাকারা : ১৮৩)

**ব্যাখ্যাঃ** আয়াতটির প্রথমে আল্লাহ ঈমানদারদের জানিয়ে দিয়েছেন, রোজা তাদের জন্যে ফরজ করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যেও তা ফরজ ছিল।

তারপর আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, রোজার অনুষ্ঠান ফরজ করার কারণটি হচ্ছে রোজাদারদের মধ্যে 'তাকওয়া' অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ মানার মানসিকতা সৃষ্টি করা। রোজার অনুষ্ঠানটি হচ্ছে দিনের বেলা পান-আহার ও বৈধ যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা। এটা করতে রোজাদারের কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই হয়। তাই এ আয়াত অনুযায়ী সহজেই বলা যায়, রোজার অনুষ্ঠানটি ফরজ করার পেছনে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, পেট ও যৌন ক্ষুধার কষ্ট উপেক্ষা করে আল্লাহর আদেশ মানার মানসিকতা তৈরি করার শিক্ষা দেয়া। যাতে করে ঈমানদারগণ তাদের বাস্তব জীবনে ঐ দুই ক্ষুধার কষ্ট উপেক্ষা করে আল্লাহর সকল আদেশ অনুসরণ বা বাস্তবায়ন করে এবং সকল নিষেধ থেকে বিরত থাকে বা প্রতিরোধ করে।

তাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে এ কথা বেরিয়ে আসে যে, যে রোজাদার রোজার অনুষ্ঠানটি পালন করল কিন্তু তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া



www.pathagar.com

'তাকওয়ার' বিশেষ শিক্ষাটি নিল না এবং বাস্তবে তা প্রয়োগও করল না অর্থাৎ বাস্তব জীবনে পেটের ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধা উপেক্ষা করে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানল না, তার রোজার অনুষ্ঠান করায় কোন সওয়াব হবে না। রোজার ব্যাপারে রাসূল স. এর বলা এরকম কথাই হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা থেকেও তাই বলা যায়, আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের অনুষ্ঠান করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ না করলে ঐ অনুষ্ঠান কোন সওয়াব হয় না বা ঐ অনুষ্ঠান কবুল হয় না।

**তথ্য-৫**

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط

**অর্থঃ** ওদের (কুরবানির পশুর) গোশত এবং রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া তাঁর নিকট অবশ্যই পৌঁছায়। (হজ্জ : ৩৭)

**ব্যাখ্যাঃ** মহান আল্লাহ প্রথমেই আয়াতটিতে জানিয়ে দিয়েছেন, কুরবানির পশুর রক্ত ও মাংস তাঁর নিকট পৌঁছায় না। অর্থাৎ প্রথমেই আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কুরবানিরূপ আনুষ্ঠানিক উপাসনামূলক ইবাদাতের শুধু অনুষ্ঠানটির কোন গুরুত্ব নেই বা শুধু অনুষ্ঠানটি করায় কোন সওয়াব নেই।

তারপর আল্লাহ বলেছেন, কুরবানির অনুষ্ঠানটি করার মাধ্যমে যে (বিশেষ ধরনের) তাকওয়ার শিক্ষা তিনি দিতে চেয়েছেন, সে শিক্ষাটিই তাঁর নিকট পৌঁছায়। কুরবানি করতে জান ও মালের প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তাই কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহর দিতে চাওয়া তাকওয়ার শিক্ষাটি হচ্ছে প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্ট, ক্ষয়-ক্ষতি এমনকি জীবন উপেক্ষা করেও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার মানসিকতা তৈরির শিক্ষা। আর একটি শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ না করলে তাতে কোন লাভ হয় না, এটিতো অত্যন্ত সহজ বোধগম্য কথা।

তাই এ আয়াতটিকে ব্যাখ্যা করে সহজেই বলা যায়, আল্লাহ এখানে বলেছেন– কুরবানির ন্যায় আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের অনুষ্ঠানটি করা থেকে সওয়াব শুধু তখনই পাওয়া যাবে তথা কুরবানির অনুষ্ঠানটি আল্লাহর নিকট ইবাদাতরূপে তখনই শুধু কবুল হবে যখন কুরবানিকারী কুরবানির অনুষ্ঠানটি সঠিকভাবে করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া তাকওয়ার বিশেষ শিক্ষাটি গ্রহণ করবে এবং সে শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি এমনকি জীবন উপেক্ষা করেও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানবে।


www.pathagar.com

## আল-হাদীস

### তথ্য-১ ক.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

**অর্থঃ** আবু সাইদ খুদরী রা. বলেন, রাসূল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে বন্ধ করে। যদি ঐ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেন নিজ জিহ্বা দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। আর যদি তার ঐ ক্ষমতাও না থাকে সে যেন নিজের অন্তরে তা ঘৃণা করে। আর এটি ঈমানের দুর্বলতম স্তর (এর নীচে কোন ঈমান নেই)। (মুসলিম)

**ব্যাখ্যাঃ** ঈমান আনারূপের আনুষ্ঠানিক কাজটির মাধ্যমে ব্যক্তি যে স্বীকৃতিসমূহ দেয় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে, আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ রাসূল স. এর দেখানো পথে সে বাস্তবায়ন করবে। আল্লাহর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আদেশ হচ্ছে আল্লাহ যে সকল কাজকে অন্যায় বলে ঘোষণা করেছেন, সে কাজগুলো কোন ঈমানদারের সামনে অনুষ্ঠিত হতে থাকলে সম্ভব হলে সে তা হাত অর্থাৎ শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে। সে ক্ষমতা না থাকলে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করবে। আর সে ক্ষমতাও না থাকলে অন্ততপক্ষে অন্যায় কাজটি এবং অন্যায়কারীকে সে মনে মনে প্রচণ্ড ঘৃণা করবে। যে ঈমানদারের মনে এই ঘৃণাও উদ্রেক হয় না তার ব্যাপারে বুঝতে হবে, ঈমান আনার অনুষ্ঠানটি মুখে মুখে করলেও আসলে অন্তরে সে ঈমান আনে নাই। অর্থাৎ সে মুনাফেক। তাই আলোচ্য হাদীসটিতে রাসূল স. ঐ ধরনের ব্যক্তির ঈমান নাই বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

### তথ্য- ১. খ

وَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَ جَارُهُ جَائِعٌ اِلَى جَنْبِهِ. رواه البيهقي فى شعب الايمان.

**অর্থঃ** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল স. কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে উদরভরে খায় কিন্তু তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।

(বায়হাকী, শো'আবুল ঈমান)



www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা:** প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে পেট ভরে খাওয়া ইসলামে একটি অন্যায় কাজ। ঈমান আনারূপ আনুষ্ঠানিক কাজটির একটি প্রধান দিক হচ্ছে ইসলাম ঘোষিত অন্যায় কাজগুলো নিজে না করা এবং তা প্রতিরোধ করার ব্যাপারে মনের থেকে স্বীকৃতি দেয়া এবং সে স্বীকৃতির বাস্তব প্রমাণ দেখান। আর নিষিদ্ধ কাজ করতে বাধ্য হলে মনে প্রচণ্ড ঘৃণাসহকারে তা করা। তাই প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে একজন ঈমানদারের পেট ভরে খাওয়ার আগে–

- ❑ প্রতিবেশীর খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বা
- ❑ প্রতিবেশীকে যাতে খালি পেটে থাকতে না হয়, তেমন পরিবেশ- পরিস্থিতি তথা সামাজিক অবস্থা গঠনের ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে হবে।

তাই আলোচ্য হাদীসটিতে রাসূল স. বলেছেন, প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত দুটি ব্যবস্থার কোন একটি না করে নিজে পেট ভরে খায় সে ঈমানদার নয়। কারণ সে ঈমান আনা আমলটির অনুষ্ঠানটি করলেও তার দাবি বা শিক্ষা অনুযায়ী বাস্তবে কাজ করে নাই।

❑❑ আলোচ্য হাদীস দুটো থেকে তাই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, ঈমান আনা আমলের অনুষ্ঠানটি করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ না করলে ঐ ঈমান আনা আল্লাহর নিকট ইবাদাত বলে গণ্য হয় না।

**তথ্য-২**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

**অর্থ:** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়ে নাই, তার খাওয়া বা পান করা ছেড়ে দেয়া (রোজা রাখা) আল্লাহর কোন দরকার নেই। (বুখারী)

**ব্যাখ্যা:** রোজার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের তাকওয়া তথা পেট ও যৌন ক্ষুধার কষ্ট উপেক্ষা করে আল্লাহ ও রাসূল স. এর আদেশ মানার মানসিকতা তৈরির শিক্ষা দেয়া। মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছেড়ে দেয়া আল্লাহর আদেশ। তাই যে রোজাদার রোজার অনুষ্ঠান করার পর মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়ে নাই, তার ব্যাপারে বুঝতে হবে, রোজার অনুষ্ঠান করলেও তা থেকে সে শিক্ষা নেয় নাই। তাই ঐ শিক্ষা সে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে নাই। এ জন্যেই হাদীসটিতে রাসূল স. বলেছেন, ঐ ধরনের লোকদের পান-আহার ছেড়ে দেয়া তথা রোজা রাখার দরকার নেই। অর্থাৎ তাদের রোজা ইবাদাত হিসেবে কবুল হবে না।



www.pathagar.com

তথ্য-৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلاَنَةً يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةً يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ. رواه احمد وبيهقى فى شعب الايمان.

**অর্থ:** আবু হুরায়রা রা. বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক মহিলা নামাজ ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি (রাসূল স.) বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম রোজা রাখে, সদকা কম করে এবং নামাজও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হল পনিরের টুকরোবিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি (রাসূল স.) বললেন, সে জান্নাতী। (আহমদ ও বায়হাকী)

**ব্যাখ্যা:** প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া নামাজের পঠিত বিষয় তথা কুরআনের একটি শিক্ষা। হাদীসটিতে উল্লিখিত প্রথম মহিলাটি সালাত ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করা সত্ত্বেও প্রতিবেশীকে মুখের দ্বারা কষ্ট দেয়ার জন্যে রাসূল স. তাকে জাহান্নামী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ সে নামাজ ও যাকাতের অনুষ্ঠান করেছে কিন্তু তা থেকে শিক্ষা নেয়নি। তাই সে প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দিতে পেরেছে। ফলে তার সালাত ও যাকাত কবুল হয়নি। আর এ কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

পক্ষান্তরে হাদীসটিতে উল্লিখিত দ্বিতীয় মহিলাটি নফল সালাত, রোজা ও সদকার অনুষ্ঠান কম করলেও যা সে করেছে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়েছে। তাই সে মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়নি বা দিতে পারেনি। ফলে তার ঐ আমলগুলো কবুল হয়েছে এবং সে জান্নাতে যাবে বলে রাসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন।

❑❑ এ হাদীসটির মাধ্যমেও তাই রাসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন নামাজ, রোজা ও সদকার ন্যায় আনুষ্ঠানিক উপাসনামূলক ইবাদাতগুলো করে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ না করলে ঐ আমলগুলো আল্লাহর নিকট ইবাদাত বলে কবুল হয় না।



www.pathagar.com

**তথ্য-৪**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَّ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلٰوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

**অর্থ:** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল স. বললেন, তোমরা কি জান, সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কিরাম জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হল সে, যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি সে, যে কিয়ামতের ময়দানে নামাজ, রোজা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোন মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত (অন্যায়ভাবে) প্রবাহিত করেছে বা কাউকে (অন্যায়ভাবে) মেরেছে। অতঃপর তার নামাজ, যাকাত, রোজা ইত্যাদি নেক কাজকে বিনিময় হিসেবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত বা কষ্টপ্রাপ্ত লোকগুলোকে দেয়া হতে থাকবে। এভাবে তার সকল নেক কাজ বিনিময় দিয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার পর ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাবিদারদের পাপগুলো তার ওপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

**ব্যাখ্যা:** এ হাদীসটি থেকে জানা যায়, কোন ব্যক্তি সালাত, রোজা ও যাকাতের অনুষ্ঠানগুলো করার পর গালি দেয়া, মিথ্যা দোষারোপ করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, অন্যায়ভাবে কারো রক্ত প্রবাহিত করা, অন্যায়ভাবে কাউকে আঘাত করা ইত্যাদি কাজ করে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হলে তার ঐ সালাত, রোজা ও যাকাত কাজে আসবে না এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তার ঐ আমলের অনুষ্ঠানগুলো কাজে না আসা তথা কবুল না হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে ঐ আমলের অনুষ্ঠানগুলো করেছে কিন্তু তা থেকে শিক্ষা নেয়নি। শিক্ষা নিলে সে বাকি কাজগুলো করতে পারত না।



www.pathagar.com

❑❑ এ হাদীসটি থেকেও তাই বুঝা যায়, আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলো করে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ না করলে সে অনুষ্ঠানগুলো আল্লাহর নিকট কবুল হয় না।

❑❑❑ কুরআন ও হাদীসের তথ্যের আলোকে তাই নিশ্চয়তাসহকারেই বলা যায়, আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠানগুলো আরকান-আহকাম (নিয়ম-কানুন) মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ না করলে এবং সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ না করলে ঐ আনুষ্ঠানিক আমল আল্লাহর ইবাদাত বলে কবুল হয় না।

## কোন কাজ আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে কবুল হওয়ার জন্যে অবশ্য পূরণীয় শর্তসমূহের সার-সংক্ষেপ

কোন কাজ আল্লাহর ইবাদাত বলে কবুল হওয়ার জন্যে অবশ্য পূরণীয় শর্তসমূহের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ—

১. কাজটি করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখতে হবে।

২. কাজটির ব্যাপারে আল্লাহর জানিয়ে নেয়া উদ্দেশ্য জানা এবং কাজটি করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে।

৩. কাজটির ব্যাপারে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে কাজটির উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম বা উপায় হিসেবে পালন করতে হবে।

৪. কাজটি আল্লাহ বা রাসূল স. এর জানিয়ে দেয়া পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুযায়ী পালন করতে হবে।

৫. ব্যাপক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অতিরিক্ত শর্ত :

ক. আল্লাহর জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ দেয়া যাবে না।

খ. গুরুত্ব অনুযায়ী বিষয়গুলো আগে বা পরে পালন করতে হবে।

৬. আনুষ্ঠানিক কাজের জন্যে অতিরিক্ত শর্ত :

ক. প্রতিটি অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।

খ. সে শিক্ষা কাজটির উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।



www.pathagar.com

## কাজ বা আমলের ধরনের ভিত্তিতে ইবাদাত কবুলের শর্তের সংখ্যার পার্থক্য

জীবনের সকল কাজই আল্লাহ্‌ ইবাদাত বলে গণ্য হবে যদি তা আল্লাহর দেয়া শর্তসমূহ পূরণ করে করা হয়। তবে সকল কাজের জন্যে সব শর্ত প্রযোজ্য নয়। কাজের ধরন অনুযায়ী শর্তসমূহের সংখ্যার পার্থক্য হবে নিম্নরূপ–

ক. সকল ধরনের কাজের জন্যে চারটি শর্ত। অর্থাৎ সাধারণ শর্ত চারটি। যথা–

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি সামনে থাকা।

২. আল্লাহর নির্ধারিত উদ্দেশ্য জানা এবং তা সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা।

৩. আল্লাহর বলে দেয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা।

৪. আল্লাহ ও রাসূল স. এর জানিয়ে বা দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতি (নিয়ম-কানুন) অনুযায়ী কাজটি করা।

খ. ব্যাপক কর্মকাণ্ডের জন্যে ছয়টি শর্ত। যথা :

১-৪. সাধারণ শর্ত।

৫. অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেয়া।

৬. সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা।

ঘ. আনুষ্ঠানিক বিষয় উপস্থিত থাকা ব্যাপক কর্মকাণ্ডের জন্যে আটটি শর্ত।

১-৪. সাধারণ শর্ত

৫. মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া।

৬. গুরুত্ব অনুযায়ী বিষয়গুলো পালন করা।

৭. আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলোর অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেয়া।

৮. সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা।

## ইবাদাত শব্দের সঠিক তাৎপর্য অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী আল-কুরআনের পূর্বোল্লিখিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা

১. সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াত :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ.

**সরল অর্থ:** আমি জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্যে।



www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা:** আল্লাহ জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাত (দাসত্ব) বলে কবুল হওয়ার শর্ত পূরণ করে জীবনের সকল কাজ করার জন্যে।

২. সূরা নাহলের ৩৬ নং আয়াত :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

**সরল অর্থ:** আমি প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। তারা সকলেই বলেছেন, আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাগুতের (আল্লাহদ্রোহী শক্তির) দাসত্ব পরিত্যাগ কর।

**ব্যাখ্যা:** আল্লাহ পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীর নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা সবাই মানুষকে বলেছেন, আল্লাহর দাসত্বরূপে কবুল হওয়ার শর্ত পূরণ করে জীবনের সকল কাজ করতে এবং আল্লাহদ্রোহী শক্তির দাসত্বরূপে গণ্য হওয়ার শর্ত পূরণ করে কোন কাজ না করতে।

## কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর ইবাদাত বলে কবুল হওয়ার জন্যে ইবাদাতের শর্তসমূহের প্রয়োগ

### ক. মানুষের জীবন পরিচালনা

মানুষের জীবন পরিচালনা একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড। তাই জীবন পরিচালনা রূপ ব্যাপক কর্মকাণ্ডটি আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে কবুল হতে হলে নিম্নোক্ত শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে–

১. জীবন পরিচালনা করতে যেয়ে সর্বক্ষণ আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রাখতে হবে।

২. জীবন পরিচালনার সময় আল্লাহর জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনকে সর্বক্ষণ সামনে রাখতে হবে। জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে 'কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা'।

৩. জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলো বাদে অন্য সকল কাজ হচ্ছে জীবন সৃষ্টির পাথেয়। ঐ পাথেয়মূলক কাজগুলো এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তা উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলো সফল হওয়ার ব্যাপারে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রাখে।

৪. জীবনের প্রতি কাজের অনুষ্ঠানটি করতে হবে আল্লাহ ও রাসূল স. এর বলে দেয়া নিয়ম-কানুন বা আরকান-আহকাম অনুসরণ করে।



www.pathagar.com

৫. জীবনের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূল স. এর জানিয়ে দেয়া মৌলিক কাজগুলোর একটিও পালন করা থেকে বিরত থাকা যাবে না।
৬. জীবনের কাজগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে করতে হবে।
৭. জীবনের আনুষ্ঠানিক কাজগুলোর অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।
৮. সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

## খ. রাসূল স. এর অনুসরণ

রাসূল স. এর অনুসরণও একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড। এই কাজটিও তাই আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে গণ্য হতে হলে নিম্নোক্ত শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে–

১. রাসূল স.কে তথা রাসূল স. এর সুন্নাহকে অনুসরণ করার সময় সর্বক্ষণ আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রাখতে হবে।
২. রাসূল স. তথা সুন্নাহের অনুসরণ করতে যেয়ে সকলকে রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য জানতে হবে এবং সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে। রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ইসলামকে বিজয়ী করা তথা শাসন ক্ষমতায় বসানো'।
৩. রাসূল স. তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্যটি সাধনের সহায়ক হিসেবে অন্য যত কাজ করেছেন তা হচ্ছে তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্যটি সাধনের সহায়ক তথা পাথেয়মূলক কাজ। তাই রাসূল স. এর ঐ সুন্নাহগুলোকে এমনভাবে পালন করতে হবে যে, তা যেন দীনকে বিজয়ী করার ব্যাপারে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রাখে।
৪. রাসূল স. এর সকল সুন্নাহের অনুষ্ঠানটি করতে হবে তিনি যে নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুযায়ী করেছেন, সেগুলো অনুসরণ করে।
৫. রাসূল স. এর মৌলিক সুন্নাহগুলোর একটিও বাদ দেয়া যাবে না।
৬. সুন্নাহগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করতে হবে।
৭. রাসূল স. এর করা আনুষ্ঠানিক কাজ তথা আনুষ্ঠানিক সুন্নাহগুলোর প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিতে হবে।
৮. সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।


www.pathagar.com

## গ. কুরআন তেলাওয়াত

কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহর ইবাদাত হতে হলে অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াত করে সওয়াব পেতে হলে নিম্নের শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে–

১. কুরআন তেলাওয়াতের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সব সময় সামনে রাখতে হবে।

২. কুরআন তেলাওয়াতের প্রথম স্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্যটি হচ্ছে সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। তাই কুরআন তেলাওয়াত করে বা কুরআন তেলাওয়াতের পর ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য দু'টি সাধিত হচ্ছে কিনা তা সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে।

৩. কুরআন তেলাওয়াতের পাথেয় হচ্ছে পড়া বা তেলাওয়াত করা। পাথেয় হচ্ছে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বা মাধ্যম। তাই কুরআন তেলাওয়াত বা পড়া কাজটি এমন হতে হবে যেন, তাতে কুরআনের জ্ঞান অর্জন হয়। অর্থাৎ কুরআনকে অর্থ বুঝে বা তরজমাসহ পড়তে হবে। তা না হলে সে তেলাওয়াত দ্বারা কুরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আর তাই সে তেলাওয়াত আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে না। অর্থাৎ সে তেলাওয়াতে সওয়াব হবে না।

৪. কুরআন তেলাওয়াতের অনুষ্ঠান করতে হবে রাসূল স. যে নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে অনুষ্ঠানটি করেছেন বা করতে বলেছেন, সে নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে। অর্থাৎ তাজবীদের নিয়ম অনুসরণ করে এবং ভাব প্রকাশ করে।

## ঘ. সালাত কায়েম করা

সালাত আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে গণ্য হতে হলে যে শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে তা হচ্ছে–

১. সালাত পড়তে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে।

২. সালাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে– মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ দূর করা। তাই সালাত পড়ার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে।



www.pathagar.com

৩. সালাতের অনুষ্ঠানটি হচ্ছে সালাতের পাথেয়। তাই অনুষ্ঠানটি এমনভাবে করতে হবে যেন তা সালাতের উদ্দেশ্য সাধনের পথে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রাখে।

৪. সালাতের অনুষ্ঠানটি করতে হবে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া ও রাসূলের স. দেখিয়ে দেয়া আরকান-আহকাম অনুসরণ করে।

৫. সালাতের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো বুঝে বুঝে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।

৬. সে শিক্ষা বাস্তবে অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

## শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, আসুন! আমরা সবাই মিলে মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে ইবাদাত শব্দের সঠিক অর্থটি বুঝার এবং জীবনের সকল কাজকে আল্লাহর নিকট ইবাদাত বলে কবুল হওয়ার মত করে অর্থাৎ পুস্তিকায় উল্লেখিত আল্লাহ ও রাসূলের স. জানিয়ে দেয়া শর্তগুলো পূরণ করে পালন করার তৌফিক দান করেন।

সবশেষে সকলের নিকট অনুরোধ, যদি এ পুস্তকে কোন ভুলত্রুটি কারো নিকট ধরা পড়ে তবে তা কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্য দিয়ে আমাকে জানাবেন। এটি একজন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্বও বটে। সে তথ্য যদি সঠিক হয় তবে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের সকলের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

**সমাপ্ত**

www.pathagar.com

# লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসুল আ. প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কিনা
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা ?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা



www.pathagar.com

# প্রাপ্তিস্থান

- আধুনিক প্রকাশনী
  প্রধান কার্যালয়: ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১১৫১৯১
  শাখা অফিস: ৪৩৫/৩/২ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ফোন: ৯৩৩৯৪৪২
- ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল
  ১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩৭
- দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল , ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড
  রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫
- আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
  ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮
- তাসনিয়া বই বিতান
  ৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন:০১৭১২-০৪৩৫৪০
- ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন: ৮৬২৫০৯৭
- মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
  ফোন : ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬
- এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে



www.pathagar.com

## লেখক পরিচিতি

ডা: মো: মতিয়ার রহমানের জন্ম বাংলাদেশের খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার আরাজি-ডুমুরিয়া গ্রামের এক ধার্মিক পরিবারে। নিজ গ্রামের মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষা জীবন আরম্ভ। ছয় বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তাঁকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ডুমুরিয়া হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়। ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে তিনি যথাক্রমে ডুমুরিয়া হাইস্কুল ও সরকারী বি.এল কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা থেকে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পাস করেন। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৭৭ সালে MBBS পাশ করেন। দ্বিতীয় ও ফাইনাল প্রফেশনাল MBBS পরীক্ষায় তিনি ঢাকা ভার্সিটিতে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ১০ম স্থান অধিকার করেন।

MBBS পাশ করে তিনি সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন এবং ১৯৭৯ সালে ইরাক সরকারের চাকুরী নিয়ে সে দেশে চলে যান। চার বছর ইরাকের জেনারেল হাসপাতালে সার্জারী বিভাগে চাকুরী করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান এবং ১৯৮৬ সালে গ্লাসগো রয়েল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস থেকে জেনারেল সার্জারীতে FRCS ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে ফিরে এসে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের সার্জারী বিভাগে কনসালটেন্ট হিসেবে যোগদান করেন।

বর্তমানে তিনি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রফেসর অব সার্জারী এবং বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান ল্যাপারোস্কোপিক (Laparoscopic) সার্জন।